ইসতিখারা

কুরআন ও হাদিসের আলোকে

ইসতিখারা

মূল
মুফতি উমর আনওয়ার বাদাখশানী
অনুবাদ
ইশতিয়াক আহমাদ
সম্পাদনা
মুহাম্মাদ মুস্তাফিযুর রহমান

নাশাত

ইসতিখারা
মূল : মুফতি উমর আনওয়ার বাদাখশানী
অনুবাদ : ইশতিয়াক আহমাদ
সম্পাদনা : মুহাম্মাদ মুস্তাফিযুর রহমান

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০২৪

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
০১৭১২২৯৮৯৪১, ০১৮৪১৫৬৪৬৭১
nashatpub@gmail.com

অনুবাদস্বত্ব : নাশাত

প্রচ্ছদ : ফয়সাল মাহমুদ
বানান : রাশেদ মুহাম্মদ

মূল্য : ৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد :

ইসতিখারা একটি মাসনুন আমল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে ইসতিখারার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। ইসতিখারা করা সৌভাগ্য, বাদ দেওয়া দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। হাদিস শরিফে এসেছে, 'যে ব্যক্তি ইসতিখারা করে, সে ব্যর্থ হয় না; আর যে মাশওয়ারা করে, সে কখনও লজ্জিত হয় না।' বর্তমানে মুসলমান সমাজের চিত্র হল, তারা এই দুটি সুন্নাত আমলের ব্যাপারে একেবারে বেখবর, উদাসীন; দ্বিতীয়ত ইসতিখারার নামে নানান অনর্থক কাজ মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ, এবং একে হাতিয়ার বানিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থকড়ি হাতিয়ে নেয় কেউ কেউ। এক্ষেত্রে আলেমদের দায়িত্ব হল ইসতিখারা কী—তার পরিচয়, মাসনুন পদ্ধতি এবং এর উপকারিতা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা, যাতে করে সাধারণ মানুষ সঠিক দিকনির্দেশনা লাভ করে এবং একটি সুন্নাত আমল পুনর্জীবিত হয়। দীনের এই দুঃসময়ে কোনো অবহেলিত সুন্নাত জীবিত করা শাহাদাত লাভের মর্যাদার সমান।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন ওলামায়ে কেরামকে উত্তম বদলা দিন—তাদের মাধ্যমে উম্মতের অনেক ফায়দা হচ্ছে। আমাদের জামিয়ার সম্মানিত শিক্ষক, আমার পরম স্নেহধন্য মৌলবী মুহাম্মদ উমর আনওয়ার ইসতিখারা সম্পর্কে '*মাসিক বাইয়্যিনাত*' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন। খুবই সহজবোধ্য ভাষায় লেখার কারণে সাধারণ মানুষের কাছে তা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। পরবর্তীতে তার এই প্রবন্ধটি পুনরায় ছাপা হয়েছে, যা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং উপকারী হওয়ার আরেকটি প্রমাণ।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমার প্রিয় উমর আনওয়ারকে উত্তম বদলা দিন। তিনি উম্মতের প্রয়োজন-বিবেচনায় পুস্তক আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার চেষ্টা কবুল করুন এবং এই ধরনের আরও কাজ করার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার ইলম ও আমলে বরকত ও উন্নতি দান করুন। আমিন।

ড. আবদুর রাজ্জাক ইস্কান্দার
জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া
বানুরি টাউন, করাচি, পাকিস্তান
২৪ রবিউস সানি ১৪৩২

সংকলকের কথা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد :

বড়দের মুখে শুনেছি—মানুষ সুন্নাত থেকে যত দূরে সরে যাবে ততই গোমরাহি আর ভ্রষ্টতার মাঝে নিপতিত হবে। যত দিন যাচ্ছে, ইসলামের সরল-সোজা শিক্ষার ক্ষেত্রে এর চাক্ষুষ প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি—জীবনের যে অংশ থেকে সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে সেখানেই শিকড় গেড়ে বসছে ভ্রান্তি আর গোমরাহি। ফলে সেই সহজ কাজটিই জটিল হয়ে যাচ্ছে এবং তা করতে গিয়ে নানাবিধ বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বর্তমানে ইসতিখারার অবস্থাও এমনই। হাদিসে ইসতিখারার পদ্ধতি পরিষ্কার বলা আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ ইসতিখারা করার সহজ ও সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি বাদ দিয়ে এর ব্যবহার শুরু করেছে জাদু-টোনার মতো।

ইসতিখারা কী? এর হাকীকত এবং উদ্দেশ্য কী? ইসতিখারা কখন করতে হবে? নিজে করবে নাকি অন্য কারও মাধ্যমে করাতে হবে? ইসতিখারা করার জন্য কোনো বিশেষ সময় নির্দিষ্ট আছে কি না—এসব বিষয়ে কুরআন-হাদিসের নির্দেশনা এবং ওলামায়ে কেরামের ব্যাখ্যার আলোকে বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি সংকলন করা হয়েছে। সাথেসাথে ইসতিখারা সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলোও চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।

দারুল উলুম দেওবন্দের মুখপত্র *'মাসিক দারুল উলুম'* এবং বানুরী টাউন করাচির মুখপত্র *'বাইয়্যিনাত'*, দারুল উলুম হক্কানিয়া থেকে প্রকাশিত *'আল-হক'* এবং জামিয়া ফারুকিয়ার মুখপত্র *'আল-ফারুক'*—এর মতো প্রসিদ্ধ ও বড় মাপের পত্রিকাগুলোতে এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে। দোয়া করি, আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই পরিশ্রম কবুল করুন এবং দীনের সহিহ বুঝ অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

উমর আনওয়ার
জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া
করাচি, পাকিস্তান
খতিব, মসজিদে কুবা, গুলশানে ইকবাল

ইসতিখারা কী? :: ০৯
কল্যাণ প্রত্যাশা :: ০৯
হাদিসের আলোকে ইসতিখারা :: ০৯
ইসতিখারা না করা দুর্ভাগ্য :: ০৯
ইসতিখারা ব্যর্থ হয় না :: ১০
ইসতিখারার মাকসাদ :: ১১
ইসতিখারার হেকমত :: ১১
ইসতিখারার মাসনুন পদ্ধতি :: ১৩
ইসতিখারার দোয়া :: ১৩
হাদিসে বর্ণিত দোয়ার শব্দমালা :: ১৩
দোয়ার অর্থ ও ব্যাখ্যা :: ১৪
ইসতিখারা কতবার করবে? :: ১৪
ইসতিখারার ফলাফল এবং কবুল হওয়ার আলামত :: ১৬
ইসতিখারার মাধ্যমে কীভাবে দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়? :: ১৬
ইসতিখারা করা সত্ত্বেও যদি ক্ষতি হয়? :: ১৭
আসল লাভ ও ক্ষতি আল্লাহ জানেন, তুমি না :: ১৮
ইসতিখারা সম্পর্কে কিছু ভুল-ভ্রান্তি নিরসন :: ২০
কয়েকটি ভুল ধারণা :: ২০
ইসতিখারা শুধুই গুরুত্বপূর্ণ দুয়েকটি কাজের জন্য নয় :: ২০
ইসতিখারার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই :: ২১
স্বপ্ন দেখা জরুরি নয় :: ২১
অন্যের মাধ্যমে ইসতিখারা করানো :: ২২
আমার ইসতিখারার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? :: ২২
আমি গুনাহগার, কীভাবে ইসতিখারা করব? :: ২৩
অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো ঘটনা জানার জন্য ইসতিখারা নয় :: ২৪
ইসতিখারা চোর ধরা বা এমন তথ্য জানার মাধ্যম নয় :: ২৪
সব সিদ্ধান্ত নেবার পর ইসতিখারা নয়! :: ২৫
ইসতিখারা শুধু জায়েজ কাজের জন্য :: ২৫
বিয়েশাদির ব্যাপারে ইসতিখারা :: ২৬
সকল মুশকিল, পেরেশানি এবং ফেতনার সমাধান :: ২৬
ইসতিখারার মনগড়া পদ্ধতি এবং তার ক্ষতিসমূহ :: ২৭
তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসতিখারার সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি :: ২৭
শেষকথা :: ২৯
এক নজরে ইসতিখারা :: ৩০

ইসতিখারা কী?

কল্যাণ প্রত্যাশা

আরবি ভাষায় ইসতিখারা অর্থ طلب الخير তথা কোনো কাজে কল্যাণ প্রত্যাশা করা। অর্থাৎ যাপিত জীবনের প্রতিটি বৈধ কাজে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া, তার অভিমুখী হওয়া; সেই কাজে আল্লাহর কাছে কল্যাণ এবং সঠিক নির্দেশনা লাভের চেষ্টা করা। ইসতিখারার মাধ্যমে কোনো খবর পাওয়া যায়—এমনটা মনে করা নিতান্তই ভুল; এসব ভুলের কারণে আরও অনেক ভুল জন্ম নেয়। বিস্তারিত সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

ইসতিখারা একটি সুন্নাত আমল। এর পদ্ধতি ও দোয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে গুরুত্ব সহকারে ইসতিখারা শিক্ষা দিয়েছেন। লক্ষ করুন, হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রা. বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ

তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজ করার ইচ্ছা করবে তখন দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করবে।[১]

হাদিসের আলোকে ইসতিখারা

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ

জাবের বিন আবদুল্লাহ রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কুরআনে কারিমের কোনো সুরা যেমন গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা দিতেন, সকল বিষয়ে ইসতিখারা করার শিক্ষা তেমনি গুরুত্ব সহকারে দিয়েছেন।[২]

ইসতিখারা না করা দুর্ভাগ্য

এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللهِ

ইসতিখারা পরিত্যাগ করা আদম সন্তানের জন্য বড় দুর্ভাগ্যের কথা।[৩]

---

(১) সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং : ৪৮০; সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ১১০৯

(২) সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং : ৪৮০; সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং : ৩২৫৩

(৩) মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ১৪৪৪; সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং : ২১৫১

হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এমনই একটি হাদিস বর্ণিত আছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَتُهُ اللهَ، وَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللهُ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللهِ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى الله عزوجل

সকল কাজে আল্লাহর কাছে ইসতিখারা করা এবং আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সকল ফয়সালার উপর সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়া মানুষের মানুষের সৌভাগ্যের পরিচয়; আর ইসতিখারা ত্যাগ করা কিংবা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ফয়সালার উপর অসন্তোষ প্রকাশ করা বনি আদমের জন্য বড় দুর্ভাগ্যের কথা![১]

ইসতিখারা ব্যর্থ হয় না

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ

যে ব্যক্তি কাজের আগে ইসতিখারা করে সে ব্যর্থ হয় না, আর যে পরামর্শ করে কাজ করে তাকে লজ্জিত হতে হয় না।[২]

যে এই কাজ আমি কেন করলাম! অথবা, আমি এই কাজ কেন করলাম না! কারণ, যে কাজ সে করেছে পরামর্শের ভিত্তিতেই করেছে; আর যদি কাজটি না করে থাকে তাহলে তাও পরামর্শের ভিত্তিতেই; ফলে সে কখনও অনুশোচনা করবে না।

উল্লিখিত হাদিসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইসতিখারা করে সে কখনও ব্যর্থ হয় না। এর ব্যাখ্যা হল, যে ব্যক্তি কোনো কাজের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে ইসতিখারা করে সে কখনও ব্যর্থ এবং অসফল হয় না; বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে যে এই কাজটি ঠিক হয়নি—এই ধারণা সত্ত্বেও সে সফল। তার প্রকৃত সাফল্য হল, সে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে এই কাজের জন্য ইসতিখারা করেছে।

পরামর্শের ক্ষেত্রে একই কথা; যে ব্যক্তি পরামর্শ করে কোনো কাজ করে সে তার কাজের জন্য কখনও লজ্জিত হয় না। সেই কাজ করার পরে তার কোনো অনুশোচনা হয় না। আল্লাহ না করুন! যদি সেই কাজ না হয় বা বাহ্যিকভাবে ব্যর্থ হয় তাহলে সে অন্তরে এতটুকু প্রশান্তি অনুভব করবে—আমি নিজে এই কাজ করিনি; বরং পরামর্শের ভিত্তিতে করেছি। বিষয়টি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে সোপর্দ, তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন ফয়সালা করবেন। এজন্যই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো

---

(১) মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ১৪৪৪; সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং : ২১৫১; মিশকাত, হাদিস নং : ৫৩০৩

(২) মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদিস নং : ১৩১৫৭; আল মুজামুল আউসাত লিত-তাবারানি, হাদিস নং : ৬৬২৭; আল মুজামুস সগির লিত-তাবারানি, হাদিস নং : ৯২৮; তারিখে বাগদাদ, ৪:৮৯

বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলে দুটি কাজ করবে; ১. ইসতিখারা অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে কল্যাণ চাওয়া। ২. পরামর্শ করা।'

ইসতিখারার মাকসাদ

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মাওলানা ইউসুফ বানুরী রহ. লিখেছেন, 'মাসনুন ইসতিখারার মাকসাদ হল—বান্দার পক্ষে যতটুকু সম্ভব তা সম্পন্ন করে সর্বজ্ঞানী এবং শক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের হাওলা করে দিচ্ছে। যেন ইসতিখারা করার মাধ্যমে বান্দা তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেল।

কেউ যদি কোনো অভিজ্ঞ, জ্ঞানী ও ভদ্র মানুষের সাথে পরামর্শ করে তাহলে সে তাকে নিজের সাধ্যমত পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে, সাধ্যমতো তাকে সহযোগিতা করেন।

ইসতিখারা কী? ইসতিখারা হল—আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সাথে পরামর্শ করা, ইসতিখারার মাধ্যমে নিজের চাহিদা আল্লাহর সামনে পেশ করা।

আল্লাহ তায়ালার চাইতে দয়াময় আর কে আছে? তার দয়া অতুলনীয়; তার জ্ঞান এবং কুদরত অপরিসীম। এমতাবস্থায় মানুষের জন্য যা উপকারী আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাকে সেই কাজের তাওফিক দিবেন; দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন। এরপর না কোনো চিন্তার প্রয়োজন আছে, আর না স্বপ্নে কিছু দেখার প্রয়োজন আছে। ইসতিখারাকারীর জন্য যা ভালো তাই হবে; সে ভালো মনে করুক বা না করুক। কখনও যদি নিশ্চিন্ত না-ও হতে পারে তারপরেও যা হবে ভালোই হবে। এটিই মাসনুন ইসতিখারার মাকসাদ। এ কারণেই সমগ্র উম্মাহর জন্য এই নেযাম উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।'[১] হয়েছে।'[১]

ইসতিখারার হেকমত

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. তার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*'য় ইসতিখারার দুটি হেকমত বর্ণনা করেছেন :

প্রথম হেকমত : ভাগ্য-গণনার মতো হারাম ও শিরকি কাজ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

আইয়ামে জাহিলিয়াতের সাধারণ রীতি ছিল- যখন গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ—যেমন দেশ-বিদেশে ভ্রমণ, বিয়েশাদি কিংবা বড়সড় ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদি—শুরু করতে হত, তখন তারা তিরের সাহায্যে ভাগ্য যাচাই করত।

কাবা শরিফের খাদেমের কাছে থাকত এইসব তির। সেই তিরগুলোর একটির গায়ে লেখা থাকত أمرني ربّي (আমার রব আমাকে আদেশ দিয়েছেন); অপরটির গায়ে লেখা থাকত نهاني ربّي (আমার রব আমাকে নিষেধ করেছেন); আবার কোনো তিরে কিছুই লেখা থাকত না। কাবা শরিফের খাদেম তার হাতে থাকা থলে ঝাঁকিয়ে ভাগ্য

---

[১] দাওরে হাজের কে ফিতনে অওর উন কা ইলাজ (সমকালীন ফেতনা এবং তার প্রতিকার)।

যাচাইকারীকে বলত—এখান থেকে একটি তির বের কর। সে একটি তির বের করে নিত; যদি أمرني ربّي লেখা তির বের হয়ে আসত তাহলে সেই ব্যক্তি কাজটি করত আর نهاني ربّي লেখা তির বের হয়ে এলে সে কাজটি করত না; আর কোনো খালি তির বের হলে সে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করত। সুরা মায়িদার তৃতীয় আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলামিন এইরূপ ফাল (ভাগ্য) নির্ণয় করা হারাম করেছেন।

হারাম হওয়ার কারণ দুটি—প্রথমতঃ এটি ভিত্তিহীন কাজ এবং খুবই কাকতালীয় একটি প্রক্রিয়া। থলের ভেতর হাত দিলে সেখান থেকে একটি না একটি তীর তো অবশ্যই বের হয়ে আসবে! এর মাধ্যমে আবার ভাগ্য নির্ণয় হওয়ার কি আছে?

দ্বিতীয়তঃ এভাবে ফাল বের করার অর্থ আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নামে অপবাদ দেওয়া। এই তিরগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলামিন কাজটি করার আদেশই দিলেন কোথায় আবার নিষেধই বা করলেন কীভাবে! আল্লাহর নামে এভাবে কোনো মিথ্যা চালিয়ে দেওয়া তো সুস্পষ্ট হারাম!

তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে ভাগ্যযাচাই করার পরিবর্তে ইসতিখারা শিক্ষা দিয়েছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মানুষ যখন আল্লাহ মহাজ্ঞানী আল্লাহ রব্বুল আলামিনের রাহনুমায়ি কামনা করবে তখন নিজের সকল কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ খুঁজবে। আল্লাহর দরবারে রোনাজারি করবে, আল্লাহর রহমতের ভিখারি হবে। এরপরও আল্লাহ রব্বুল আলামিন সেই বান্দার রাহনুমায়ী করবেন না—এমনটি অসম্ভব। বরং আল্লাহর রহমতের দুয়ার আরও প্রশস্ত হবে। বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্কের রহস্য তার সামনে উন্মোচিত হবে।

মোটকথা, ইসতিখারা নিছক কাকতালীয় কিছু নয়; বরং এর ভিত্তি গভীরে প্রোথিত।

দ্বিতীয় হেকমত : ফেরেশতাদের সাদৃশ্য অর্জিত হয়।

ইসতিখারার দ্বিতীয় বড় লাভ হল—মানুষ এর মাধ্যমে ফেরেশতাদের গুণে গুণান্বিত হয়ে ওঠে। ইসতিখারার মাধ্যমে মানুষ নিজের ইচ্ছা-মর্জি থেকে বের হয়ে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ইচ্ছার অনুগামী হয়ে যায়, নিজের চাহিদা বাদ দিয়ে ফেরেশতাদের মতো আল্লাহর হুকুমের অনুগামী হয়ে ওঠে। তার অস্তিত্ব মহান আল্লাহর সামনে বিলীন হয়ে যায়, যা তার মধ্যে ফেরেশতাসুলভ গুণ তৈরি করে।

ফেরেশতাগণ সর্বদা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের হুকুম বাস্তবায়ন করেন। আদেশ হওয়া মাত্র তারা আল্লাহর নির্দেশ পূরণার্থে নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যায় করেন; নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি বলতে কিছু তাদের মধ্যে থাকে না।

তেমনি, বান্দা যখন বেশি বেশি ইসতিখারা করে, সে ফেরেশতাদের মতো হয়ে যায়। তার নিজস্ব কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকে না; আল্লাহর ইচ্ছাই তার ইচ্ছায় পরিণত হয়।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. বলেন, ফেরেশতাদের গুণে গুণান্বিত হওয়ার এটি একটি স্বীকৃত ও পরীক্ষিত পদ্ধতি। কেউ চাইলে পরখ করে দেখতে পারেন।[১]

[১] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. (মৃত্যু ১১৭৬ হিজরি), ২:২৪